ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩২৪ ● কলকাতা ● ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০২ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

জাতীয় পতাকায় পা, হিন্দুদের অত্যাচার!

বাংলাদেশকে 'ওদের ভাষায়' জবাব দেওয়ার নিদান অভিষেকের

বিগত কয়েকদিন ধরে শিরোনামে রয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি ছবি। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মাটিতে বিছিয়ে রাখা ভারতের জাতীয় পতাকার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কয়েকজন। দাবি করা হচ্ছে এই ছবিটি বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিগত কয়েক দিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় ব্যাপক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :

ভাইরাল এই ছবি।এছাড়াও কিছুদিন আগে বাংলাদেশের সনাতনী হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারি এবং জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটছে, তা বৈদেশিক বিষয়। তাই বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না। দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন ভারত সরকার যে পদক্ষেপ করবে, সেয়াই তারা পূর্ণ সমর্থন করবেন। সেইসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।যা দেখে ক্ষোভের আগুনে রীতিমতো

এরপর ৩ পাতায়

'ভারতীয় হিন্দু' জানামাত্রই মার!

ঢাকা থেকে বেঁচে ফিরে ভয়াবহ কাহিনি শোনালেন বেলঘরিয়ার যুবক

'সে আমাদের বাংলাদেশ/ আমাদেরই বাংলা রে...' ছন্দের জাদুকরের এহেন মধুর ছন্দ সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে একেবারেই কেটে গিয়েছে। হাসিনা পরবর্তী জমানায় দুই

বারাকপুর, নিউজ সারাদিন

বাংলার ভ্রাতৃত্বে ভাটা তো পড়েছেই খানিকটা। গত কয়েকদিনে সেই ভ্রাতৃত্বের অভাব আরও স্পষ্ট হল। বন্ধুর টানে বন্ধু-দেশে গিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়লেন বেলঘরিয়ার যুবক সায়ন ঘোষ।এর পর আর সে দেশে থাকার প্রশ্ন নেই। সায়ন বলছেন, "আমাকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে ঘটনার পরেরদিন ভোরে বন্ধুর বাড়িতে অনেকে জড়ো হয়ে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে শাসানো হয়েছিল। যতদিন অসুস্থতার কারণে আশ্রয়ে ছিলাম ততদিন একই ঘটনা ঘটেছে। শেষে শনিবার লুকিয়ে ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরে আসি।" আঘাত নিয়েই সীমান্ত পেরিয়ে সায়ন ফিরেছেন স্বদেশে। সেখানেও আরেক অভিজ্ঞতা। সায়নকে প্রায় তল্লাশি না করেই দ্রুত ছেড়ে দেওয়া হয় অভিবাসন দপ্তর থেকে। তবে এপারের অভিবাসন, সীমান্তরক্ষী বাহিনী যে তাঁকে সাহায্য করেছে, তা জানান সায়ন। এখানে তিনি

এরপর ৩ পাতায়

'মামলাগুলি প্রত্যাহার করুন', জঙ্গলমহলের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা দিলেন ছত্রধর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ছত্রধর মাহাতো। কিন্তু দলের কোনও কর্মসূচিতে বা বৈঠকে থাকছেন না ছত্রধর বলে অভিযোগ। ডাকলেও তিনি আসছেন না। এই কথা কানে যায় তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তখন বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করেন তৃণমূলনেত্রী। জঙ্গলমহলে ছত্রধরকে দায়িত্ব দিয়ে সংগঠন সাজিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই এখানে এখন দলের জমি অত্যন্ত শক্তিশালী। ছত্রধর 'জঙ্গলমহলের ভূমিপুত্র'। এটাই সকলেই জানেন। তাই তাঁর সংবর্ধনায় সাঁকরাইল, বেলপাহাড়ি, জামবনি এবং ঝাড়গ্রাম ব্লকের শতাধিক লোক এসেছিলেন। ওই সভায়

এরপর ৩ পাতায়

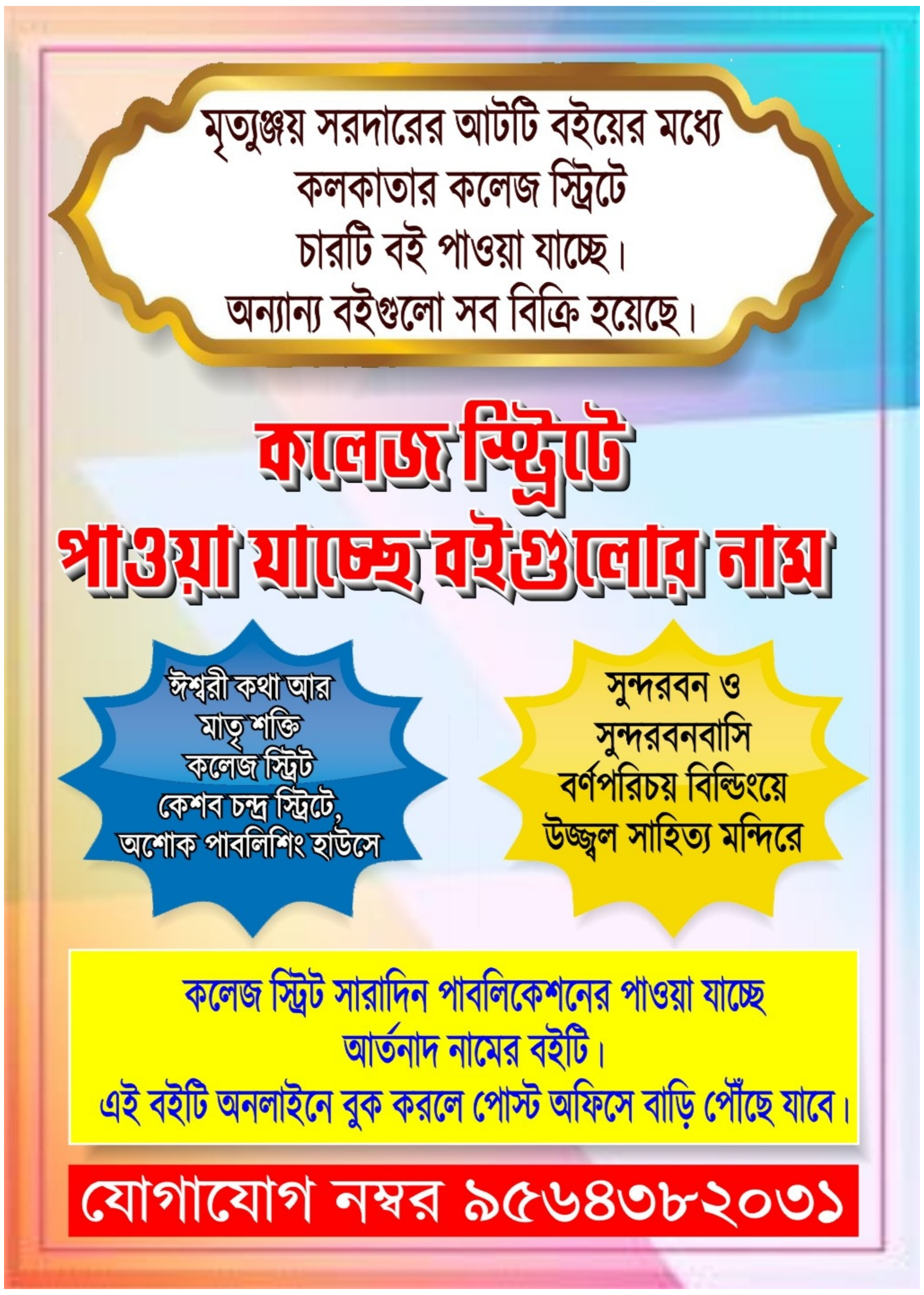

বাংলাদেশে হিন্দুহত্যা না থামালে এদেশে চিকিৎসা করতে আসা

বাংলাদেশীদের সামাজিক ভাবে বয়কটের বার্তা অখিলভারত হিন্দুমহাসভার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং ভারতের জাতীয় পতাকা অবমাননার কারণে চিকিৎসা করতে আসা বাংলাদেশীদের বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জে.এন.রায় হাসপাতাল । এরপর আরো একধাপ এগিয়ে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী ঘোষণা করলেন বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার না থামালে এদেশে চিকিৎসা করতে আসা বাংলাদেশীদের সামাজিক ভাবে বয়কট করা হবে । তাদের চিকিৎসা পরিসেবা প্রদান তো দূরের কথা বাংলাদেশীদের হাত যেহেতু সেই দেশের নিরপরাধ হিন্দুদের রক্তে রঞ্জিত তাই এদেশে চিকিৎসা করতে এলে তাদের হোটেলে খাওয়ার দেওয়া এমনকি দোকানে জিনিস বিক্রি করাও উচিত নয় । শুধু তাই নয় অখিলভারত হিন্দুমহাসভার একটি প্রতিনিধি মন্ডল রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে আজ জে.এন.রায় হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য হাসপাতালের আধিকারিক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পুষ্পস্তবক, সমর্থন জানিয়ে চিঠি, নিজের গবেষণার ডক্টরেট থিসিস এবং চকলেট উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন । হিন্দু মহাসভার বক্তব্য বাংলাদেশীরা বেইমান এবং নরপিশাচ বলেই যে ভারতবর্ষের হাজার হাজার সেনাবাহিনীর প্রাণের বিনিময়ে তারা স্বাধীনতা পেয়েছে, তাদের মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা পেয়েছে সেই ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকাকে পাপোস হিসেবে ব্যবহার করছে । ওদের মনে রাখা উচিত ভারত পাশে না দাঁড়ালে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের কোন অস্তিত্বই থাকতো না । তাদের মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা পেতোনা । বাংলাদেশের পতাকার মাঝখানে ঐ লাল উদীয়মান সূর্যের লাল রংটা অত বেশি গাঢ় লাল ভারতীয় সেনা জওয়ানদের চাপ চাপ রক্তের বিনিময়ে । পৃথিবীতে শতাধিক মুসলিম দেশ আছে কিন্ত এইরকম বেইমান সেই দেশগুলোতে দেখা যায় না । বাংলাদেশে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার হওয়া চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি মোহাম্মদ ইউনুস কিভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেই বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছেন অখিলভারত হিন্দুমহাসভার সদস্যরা । কারণ বাংলাদেশের শাসনভার ইউনূস গ্রহণ করার পর থেকেই বাংলাদেশে অত্যাচার এবং অরাজকতা সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে । এমনিতেই ভারতের মানুষদের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে অবিলম্বে বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়ানো এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা যারা ভারতে আসতে আগ্রহী তাদের ভারতে স্থান দেওয়া প্রয়োজন বলে মনেকরে হিন্দু মহাসভা । পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিপূর্বেই বাংলাদেশ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার কথা ঘোষণা করেছে যাতে রাজ্য সরকারের অবস্থানের প্রশংসা করেছেন ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী । সেই সাথে তাঁর বক্তব্য কেন্দ্র সরকার নিশ্চই দ্রুত এমন পদক্ষেপ নেবে যাতে বাংলাদেশে সনাতনী হিন্দু এবং মডারেট মুসলমানরা ইসলামিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাবেন । হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি মণ্ডলে আজ সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী ছাড়াও অনামিকা মন্ডল, অশোক প্রজাপতি, আদিত্য হালদার, অপর্ণা বসু সহ একাধিক রাজ্য কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ।

ভাঙর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রীতি উৎসবে,

শান্তি সম্প্রীতির সম্মানে গুণীজন সংবর্ধনায় সম্মানিত ড: স্বপন দত্ত বাউল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দক্ষিন ২৪ পরগনার ভাঙর কলেজ ময়দানে ভাঙরের প্রেস ক্লাব আয়োজিত সম্প্রীতি উৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠান ১ লা ডিসেম্বর সারাদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো সাড়ম্বরে। ভাঙর প্রেস ক্লাবের আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ও শান্তির দূত সম্মানিত শিল্পী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের ড: স্বপন দত্ত বাউল। স্বপন বাউল বেশ কয়েকবারই অশান্ত ভাঙরে ছুটে গিয়ে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে শান্তির বার্তা দিয়ে শান্তি পরিবেশ গঠনের চেস্টা করেছিলেন। স্বপন বাউলের এই শান্তির পরিবেশ তৈরি করার নিষ্ঠা একাগ্রতা ও উৎসাহ দেখে ভাঙর বাসী ও ভাঙরের প্রেস ক্লাবের সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিক বৃন্দ মুগ্ধ হয়ে সম্প্রীতির সম্মান ২০২৪ সম্মানে গুণীজন সংবর্ধনায় সম্মানিত করলেন। নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন এর শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল তার বাউল গানে অনুষ্ঠানকে আনন্দ মুখর করে তোলেন। ভাঙরের সাংবাদিক বৃন্দ স্বপন দত্ত বাউলের হাতে গুণীজন সংবর্ধনা তুলে দিলেন। ভাঙরের বি ডি ও সাহেব সুব্রত পাত্র মহাশয় স্বপন বাউলের গান শুনে খুশি হয়ে আশির্বাদ করেন বলেন স্বপন বাউল শত বাধা কাটিয়ে এই ভাবেই এগিয়ে চলুন শান্তি সম্প্রতি রক্ষা করতে । স্বপন দত্ত বাউল সম্প্রীতির সম্মানে সম্মানিত হয়ে আনন্দে আত্নহারা উদাস বাউল ভাঙর প্রেস ক্লাবের দেওয়া সম্মানকে মাথায় তুলে নিলেন। ভাঙর প্রেস ক্লাবের মহতী কর্ম কান্ড আজকের সমাজের মানুষের নজর কেড়েছে। ভাঙর প্রেস ক্লাব রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করেন অনেক মানুষ স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। এবং কম্বল বস্ত্র দান করেন অনেক দুস্থ মানুষকে। এছাড়া ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন পুরস্কারের করেন। ভাঙরের গণ্য মান্য সরকারি অফিসারা, বি ডি ও সাহেব ও কবি সাহিত্যিক শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতের মানুষেরা ও বিভিন্ন ক্লাব মসজিদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বর্গ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এবং সকলকেই ভাঙর প্রেস ক্লাব সম্মানিত করেন । গুণীজন ব্যক্তিবর্গরা তাদের বক্তব্যে বলেন জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদা ভেদ ভুলে শান্তি সম্প্রীতির রঙে এমন মহতী উদ্যোগ সাংস্কৃতিক মেল বন্ধন ভাঙর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান এক নজির বিহীন ঘটনা । সত্যিই ভাঙর প্রেস ক্লাব ও ভাঙরের সাংবাদিকবৃন্দ প্রশংসার দাবি রাখে । সম্প্রীতির সম্মানে সম্মানিত হয়ে জাতীয় সম্মানিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল ভাঙর প্রেস ক্লাব ও সংবাদিকদের এই মহতী উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

নারী ও শিশু সুরক্ষায়

অপরাজিতা বিল আইন প্রণয়নের দাবিতে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে মহিলা তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

নারী ও শিশু সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের অপরাজিতা বিল আইন প্রণয়নের দাবিতে রবিবার ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড়ে শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হল ধর্না ও অবস্থান কর্মসূচি। এদিনের এই অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দেন শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় নেতৃত্ব সহ এলাকার মহিলারা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান কবিতা ঘোষ, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার কাউন্সিলর গৌতম মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এছাড়াও নয়াগ্রাম ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নয়াগ্রামের খড়িকামাথানিতে রাজ্য সরকারের অপরাজিতা বিল আইন প্রণয়নের দাবিতে আয়োজিত হয় ধর্না ও অবস্থান কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা বেরা, নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউৎ, তৃণমূল নেতা সুকুমার বারিক সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি একই ইস্যু নিয়ে রবিবার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের রান্টুয়া বাজারে ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হল ধর্না ও অবস্থান কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল সহ অন্যান্য মহিলা নেতৃত্বরা। গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গোপীবল্লভপুর বাজারে আয়োজিত হল অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেফালী মুর্মু মান্ডি, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হেমন্ত ঘোষ, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সত্যরঞ্জন বারিক, লোকেশ কর সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে

কল্যাণ ব্যানার্জিকে পালটা জবাব এবার দিলিপের

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে জায়গাতে দল বেঁধে কিছু সংখ্যক মানুষ নিয়মিত নামাজ পড়ে সেটা ওয়াকফ সম্পত্তি হয়ে যায় । কেন্দ্র সরকারের আনা ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় কলকাতার রাণী রাসমনিতে আয়োজিত তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকা প্রতিবাদ সভায় শনিবার ভাষণে এমনই মন্তব্য করেছেন কল্যাণ ।রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ সেই বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপিং এক্স- হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন । পালটা তিনি মন্তব্য করেছেন,সেই হিসাবে কল্যাণ ব্যানার্জির বাড়িও ওয়াকফ সম্পত্তি হতে হয় । ভিডিওতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি এদিন বলেন যে 'আপনি যেখানেই নামাজ পড়বেন সেই জায়গাটা ওয়াকফ সম্পত্তি বলে চিহ্নিত হবে। যেকোনো একটা জায়গায় যদি কুড়ি জন, ২৫ জন, ১৫ জন, পাঁচজন নিয়মিত নামাজ পড়ে সেটা ওয়াকফ পপার্টি বলে ডিড করা হবে ।'প্রতিক্রিয়ায় দিলীপ ঘোষ কল্যাণকে কটাক্ষ করে লিখেছেন,'যদি ওয়াকফ আইনটি মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে তারা যেখানে নামাজ আদায় করে সেই জায়গা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি হয়ে যাবে। এর মধ্যে থাকতে পারে বাজার, স্টেশন, খেলার মাঠ, বাস স্ট্যান্ড, ট্রেনের বগি, বিমানবন্দর,নবান্ন (রাজ্য প্রশাসনিক ভবন), কল্যাণ ব্যানার্জির বাড়ি, এমনকি তিলজলায় টিএমসি পার্টি অফিস - মূলত, এই জাতীয় প্রতিটি স্থানকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে ।'

এছাড়াও কংগ্রেসের সৃষ্টি ওয়াকফ আইনকে অনেকেই বিপজ্জনক বলে মনে করেন । ইসলাম প্রীতি ও হিন্দু বিদ্বেষী মানসিকতা থেকেই জহরলাল নেহেরু পরিকল্পিতভাবে এই

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশ থেকে প্রাণ নিয়ে পেট্রাপোলে,

ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন গোলক-স্বপনরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রাণ হাতে করেই বাংলাদেশে যাওয়া ভারতীয় নাগরিকরা ফিরছেন দেশে। পাশাপাশি বহু হিন্দুও বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে কিছুদিনের জন্য হলেও আশ্রয় নিতে বেছে নিচ্ছেন প্রতিবেশী দেশ ভারতকেই। সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য থেকে অতি প্রয়োজনীয় ওষুধদের ক্ষেত্রেও চরম সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলেই জানালেন ভারতে পা রাখা যাত্রীরা ।পেট্রাপোল সীমান্তে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মুখ থেকেও শোনা গেল প্রতিবেশী বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতির কথা। তবে বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ বিহারে অনুষ্ঠিত একটি পরিব্রাজক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য এদিন তারা চট্টগ্রাম থেকে ভারতে আসেন বলেই জানান। ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক-সহ নানা বিষয়ে এদিন নিজেদের মত ব্যক্ত করেন এই সন্ন্যাসীরা। তবে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাণ বাঁচাতে অত্যাচারিত হিন্দু সংখ্যালঘুরা যে কোন সময় ভারতে প্রবেশের চেষ্টা

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

বাংলাদেশ থেকে প্রাণ নিয়ে পেট্রাপোলে, ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন গোলক-স্বপনরা

চালাতে পারেন। সেই জায়গা থেকে সীমান্ত এলাকা গুলির নিরাপত্তা করা হয়েছে আরও জোরদার। বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে সীমান্ত সুরক্ষার জন্য বলেই জানা গিয়েছে। প্রতিবেশী দেশে আবারো এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে তাই কিছুটা হলেও প্রভাব পড়েছে সীমান্ত বাণিজ্যে।রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বাংলাদেশে গ্রেফতার হতে হয়েছে সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে আবারও উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি। পেট্রাপোল সীমান্তে আসা যাত্রীদের থেকে জানা যায়, প্রতিবেশী দেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে নির্বিচারে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে না ইউনুস সরকারকে। ফলে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়া নাগরিকরা যেমন দ্রুত প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরছেন দেশে, পাশাপাশি প্রতিবেশী বাংলাদেশেও হিন্দুরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই চালাচ্ছেন কঠোর লড়াই। জানালেন ভারত থেকে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে গুরুবাড়িতে যাওয়া এক মতুয়াভক্ত গোলক বিশ্বাস। চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়েই এদিন পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে ভারতে আসেন তিনি।

গোলক বিশ্বাস বলেন, ভয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতেই দিন কয়েক এর মধ্যেই কোন রকমে ফিরলেন নিজের দেশে। অপরদিকে, বাংলাদেশের সাতক্ষীরার বাসিন্দা স্বপন পাল ভারতে এসে জানালেন, হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তাদের জন্মভূমি ছেড়ে তারা আর কোথায় যাবেন! ভারতে আসতে চাইলেই তো আর সরকার আসতে দেবে না, বলেই আক্ষেপের সুর বাংলাদেশে এই নাগরিকের গলায়। ফলে অত্যাচার সহ্য করে, সে দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে বাঁচার লড়াই চালাচ্ছেন সংখ্যালঘু, হিন্দু সন্ন্যাসীরা।

১-ম পাতার পর

মামলাগুলি প্রত্যাহার করুন', জঙ্গলমহলের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা দিলেন ছত্রধর

ছত্রধরের কথায়, 'এখন জনসাধারণের কমিটির আন্দোলনের কর্মীরা দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত। একপক্ষ মামলা চালাতে গিয়ে সর্বস্ব বেচছেন। আর একপক্ষ সরকারি চাকরি পেয়ে সরকারের বেতন পেয়ে মামলা চালাচ্ছেন। এই বৈষম্যের অবসান হওয়া দরকার। মানুষ এখনও বঞ্চনার মধ্যে আছেন। বঞ্চিত মানুষদের জন্য কাজ করার জায়গা যদি না পাই তবে আমাকে জায়গা খুঁজে নিতে হবে। কেমন করে অধিকার আদায়ের লড়াই করতে হয় আমি জানি।' আর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল মুর্মু বলেছেন, 'উনি যা বলেছেন, সেগুলি ওঁর ব্যক্তিগত বিষয়।'

এই আবহে জঙ্গলমহলে ছত্রধরের পুরনো সঙ্গীরা আগের মামলায় জর্জরিত। এবার সব পুরনো মামলা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন ছত্রধর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে করিয়ে দিলেন, মামলা থেকে মুক্তি দেওয়ার আশ্বাস একদা তিনিই দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে কাজের জায়গা যদি না মেলে তাহলে আন্দোলন করতে হবে বলে বার্তা দিয়েছেন ছত্রধর।জঙ্গলমহল এখন শান্ত। পর্যটকরা আসেন। সেটা কি আবার অশান্ত হয়ে উঠবে? ছত্রধরের বক্তব্য থেকে এই প্রশ্ন উঠছে। শনিবার ঝাড়গ্রামে লোধাশুলির পথসাথী ভবনে ছত্রধরের সংবর্ধনা সভা করা হয়। সেখানে ছিলেন তাঁর পুরনো সঙ্গীরা। ওই সভায় ছত্রধর মাহাতো বলেন, 'আমি দু'টি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। আপনি বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে যৌথবাহিনী নয়াদিল্লির ট্রেন ধরবে। আর যে সব মানুষজনকে বাম সরকার মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করে তাঁদের সম্মান দেওয়া হবে। ওই সভায় শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন না। যাঁরা এখানে রয়েছেন, তাঁরা জানেন ওই সভা আমরা কেমন করে লালগড়ে করিয়েছিলাম।' এই বক্তব্য থেকে বার্তা স্পষ্ট, শর্ত মানলে তবেই তিনি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবেন।বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জঙ্গলমহল গুলি-বোমায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। সেই জঙ্গলমহল আজ পর্যটন কেন্দ্র। সেটা যেন অশান্ত হয়ে না ওঠে সেটাই সবাই চান। এই নিয়ে ছত্রধরের বক্তব্য, 'একজন একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আদালতে ছুটছেন। মামলা চালানোর ব্যবস্থা করা উচিত। রাজনৈতিক কর্মীদের সহায়তার জন্য 'লিগ্যাল সেল' চালু করা উচিত। পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ১৫০০ স্পেশাল হোমগার্ড নেওয়া হয়েছে। তথাকথিত মাওবাদীদের হামলায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিজনের চাকরির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু যাঁদের উপর ভর করে আপনি ক্ষমতায় এলেন, তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন। মামলাগুলি প্রত্যাহার করুন।'

১-ম পাতার পর

জাতীয় পতাকায় পা, হিন্দুদের অত্যাচার! বাংলাদেশকে 'ওদের ভাষায়' জবাব দেওয়ার নিদান অভিষেকের

রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক ভারতবাসীর। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে বিগত কয়েকদিন ধরে যে সমস্ত ছবি প্রকাশ্যে আসছে তা দেখে শুধু ভারত নয়, ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন। বাংলাদেশের ঘটনায় এবার রাগ সামলে রাখতে পারলেন না খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতের জাতীয় পতাকা পা দিয়ে মাড়িয়ে যাওয়ার ছবি দেখে রক্ত ফুটছে বলে জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । শুধু তাই নয়, 'বাংলাদেশ যে ভাষায় বোঝে তাকে সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়া'র কথাও শোনা গেল অভিষেকের গলায়। শনিবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের সেবাশ্রয় কর্মসূচি থেকেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একেরপর এক ঝাঁঝালো মন্তব্য করেছেন অভিষেক।তাঁর কথায়, 'ঢাকা এবং বাংলাদেশ যে সব ছবি সামনে আসছে, তাতে রাগ সামলে রাখা যাবে না। ওই ছবি দেখলে আপনারও রক্ত ফুটবে। একইসঙ্গে আমি এটাও বলব যে এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কথা বলার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এরকম পাশবিক কাজ করছে। আমার মতে,কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়টি উত্থাপন করা উচিত এবং ওদের সঙ্গে এমন ভাষায় কথা উচিত যে ভাষাটা ওরা বোঝে।

১-ম পাতার পর

'ভারতীয় হিন্দু' জানামাত্রই মার! ঢাকা থেকে বেঁচে ফিরে ভয়াবহ কাহিনি শোনালেন বেলঘরিয়ার যুবক

বাংলাদেশে আক্রান্ত হওয়া নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার ভিত্তিতে তদন্তও শুরু হয়েছে বলে জানান বেলঘরিয়ার যুবক। তাঁর কথায়, "ঢাকায় গিয়ে বুঝেছি, সেখানে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত নয়। কারণ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নেয় না। যতদিন পরিস্থিতি ঠিক না হচ্ছে আমার মনে হয় ভারতীয়দের বাংলাদেশে যাওয়া উচিত। সে হিনদু হোক বা মুসলিম।"বাংলাদেশ বেড়াতে যাওয়া তাঁর কাছে হয়ে উঠল দুঃস্বপ্ন। শেষে নির্যাতনের শিকার হয়ে শরীরে ক্ষত নিয়ে কোনওক্রমে বাড়ি ফিরলেন। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জীবনেও তাঁর ক্ষতচিহ্ন হয়ে রইল।

গত ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশের ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন বেলঘরিয়ার সোনার বাংলা এলাকার বাসিন্দা সায়ন ঘোষ। নিজের দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশি বন্ধুর টানে সেখানে গিয়ে অবশ্য মধুর স্মৃতি নয়, বরং দুঃসহ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন সায়ন। বেলঘরিয়ার বাড়িতে যখন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলেন, তখন তাঁর মাথায়, গালে ব্যান্ডেজ। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে এখনও। কিন্তু মনের কষ্ট তার চেয়ে ঢের বেশি। ওপারে অন্ধকার দৃশ্যগুলো চোখের সামনে যেন ভাসছে।

কী হয়েছিল ঠিক? সায়ন জানাচ্ছেন, কিছু ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে ধ্রুব নামে এক বন্ধুর ডাকে গিয়েছিলেন ঢাকা। সেখানকার বাগানবাড়ি এলাকায় বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন। ততক্ষণে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু করতেই জ্বলে উঠেছে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়। চিন্ময় প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে জনসমাবেশে ছয়লাপ বাংলাদেশের পথঘাট। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুলিশের দমনপীড়নও। এই পরিস্থিতিতে ২৬ নভেম্বর রাতে সায়নের ফেরার কথা ছিল কলকাতায়। সন্ধেবেলা বন্ধুর সঙ্গে সামনের বাজারে গিয়েছিলেন। আর সেসময়ই অতর্কিত হামলা হয় তাঁর উপর।

সায়নের কথায়, "প্রথমে কয়েকজন মুসলিম যুবক আমাকে ঘিরে ধরে। জানতে চায় আমার ধর্ম, পরিচয়। আমি জানাই যে ভারত থেকে এসেছি। আমি হিন্দু। তাতেই তারা একেবারে মারমুখী হয়ে ওঠে। আমাকে টানতে টানতে বন্ধুর থেকে আলাদা করে দূরে নিয়ে যায়। আমার পকেট থেকে মোবাইল, টাকা সব বের করে নেয়। তার পর বলতে থাকে, ও ভারতীয় হিন্দু। বলেই প্রথমে মাথায় ইটের টুকরো দিয়ে মারে। তার পর সবাই মিলে মারতে থাকে। আমার বন্ধু ছুটে আসে আমাকে বাঁচাতে। তাঁকেও ওরা আঘাত করে। ওর মোবাইলও হারিয়ে যায়। তবু সে আমাকে মারধর থেকে উদ্ধার করে।" সায়ন বলছেন, "রাস্তা দিয়ে লোকজন যারা যাচ্ছিল, তারা আমার পরিচয় হিন্দু, ভারতীয় শুনে তারা আর কেউ আমায় সাহায্য করেনি। বরং মারধরের জন্য কেউ কেউ জুটে গিয়েছিল।"

বন্ধুর সাহায্যে সায়ন হামলা থেকে রক্ষা পেয়ে পুলিশের সাহায্য চান। কিন্তু তাতেও হতাশাই জোটে। সায়ন বলছেন, "আমি ওখানের পুলিশের এমার্জেন্সি নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করি। সবটা বলে সাহায্য চাই। উলটে পুলিশ আমার কাছে জানতে চায়, আমি কেন এখানে এসেছি? বন্ধু কতটা ঘনিষ্ঠ? কী সম্পর্ক? এমনই নানা প্রশ্ন। তার পর পুলিশ বলে, তারা সব তদন্ত করে দেখছে। আমাকে ঘটনাস্থল থেকে চলে যেতে বলে।" এখানেই ভোগান্তির শেষ নেই। মাথায়, শরীরে আঘাত নিয়ে সায়ন বেসরকারি হাসপাতালে ছুটতে থাকেন। একে একে তিনটি হাসপাতালে মেলেনি চিকিৎসা। শেষে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা হয়। মাথায় চারটে, মুখে দুটো সেলাই পড়েছে। মুখের ভিতরে সহ হাত-পায়েও ক্ষত হয়েছে।

ডঃ পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে

শোক ও সমবেদনা প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ৩০ নভেম্বর ২০২৪, নিউজ সারাদিন

ডঃ পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ডঃ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এক বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সঙ্গীত ও কাব্য চর্চার প্রতি তাঁর আবেগ ছিল উল্লেখ করার মতো। এসম্পর্কে সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় শ্রী মোদী বলেছেন:

"ডঃ পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি এক বলিষ্ঠ পরিচয়ের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এমনকি সঙ্গীত ও কাব্য চর্চার প্রতি তাঁর আবেগ ছিল উল্লেখ করার মতো। তাঁর রচনা ও কর্মজীবন ভবিষ্যতেও স্বীকৃত ও প্রশংসিত হবে। ভারতের ইতিহাস বিশেষত স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সংরক্ষণে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল সমান সাবলীল। ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ককে আরও গভীর করে তুলতেও তাঁর অবদান উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর প্রয়াণে আমি ব্যথিত। তাঁর পরিবার পরিজন ও বন্ধুবর্গের জন্য রইলো আমার শোক ও সমবেদনা। ওম শান্তি!"

২ পাতার পর

ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে কল্যাণ ব্যানার্জিকে পালটা জবাব এবার দিলিপের

আইন এনেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে । এই আইন অনুযায়ী ওয়াকফ বোর্ডকে অপরিসীম ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে কংগ্রেস ।১৯৫৫ এবং কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে ২০১৩ সালে, ওয়াকফকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ওয়াকফ আইন সংশোধন করা হয়েছিল। সেই আইন অনুযায়ী ওয়াকফ বোর্ড যেকোন সম্পত্তির উপর দাবি করতে পারে এবং নিজের দাবি প্রমাণ করা জমির মালিকের উপর বর্তায় । তামিলনাড়ুর একটা ১৪০০ বছরের প্রাচীন একটা হিন্দু মন্দিরসহ আস্ত হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামকেই নিজেদের সম্পত্তি বলে দাবি করেছে তামিলনাড়ু ওয়াকফ বোর্ড ।বিহারের নব্বই শতাংশ হিন্দু অধ্যুষিত একটা গ্রামও নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করে এক মাসের মধ্যে গ্রাম খালি করার নির্দেশ দেয় বিহার ওয়াকফ বোর্ড।

ওয়াকফ বোর্ডের এই অপরিসীম ক্ষমতা কেড়ে নিতে ওয়াকফ সংশোধনী বিল এনেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীর সরকার । তবে কংগ্রেস,বামপন্থী, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতার মুখে পড়তে হচ্ছে কেন্দ্র সরকারকে । বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জির দল ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রবল বিরোধিতা করছে । আর এই বিলের বিরোধিতার নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি কার্যত রোল মডেল হয়ে উঠেছেন ।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা দান দিবসে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ১ ডিসেম্বর ২০২৪, নিউজ সারাদিন

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা তথা মর্যাদা দান দিবস উপলক্ষে বাহিনীর কর্মী ও আধিকারিকদের অভিনন্দিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসাও করেছেন তিনি। শ্রী মোদী বলেছেন, বাহিনীর জওয়ান ও আধিকারিকরা নিষ্ঠা, সাহসিকতা এবং অসাধারণ সেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এসম্পর্কে সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা তথা মর্যাদা দান দিবসে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন! শৌর্য ও সাহসিকতা, নিষ্ঠা এবং অসাধারণ সেবার নজির স্থাপন করেছে এই বাহিনী। তাঁদের সাহস ও সতর্ক নজরদারি দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকেও আরও জোরদার করে তুলেছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ৩২৪ সংখ্যা ০২ ডিসেম্বর, ২০২৪ সোমবার ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

মহারাষ্ট্রের গোন্ডিয়ায়

এক বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির সংবাদে শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর, ২০২৪, নিউজ সারাদিন

মহারাষ্ট্রের গোন্ডিয়ায় এক বাস দুর্ঘটনার কারণে কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটেছে। এজন্য শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে এক্স-গ্র্যাশিয়া হিসেবে এককালীন সহায়তাদানের কথা ঘোষণা করেছেন। আহত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা।

এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় বলা হয়েছে :

"মহারাষ্ট্রের গোন্ডিয়ায় বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির সংবাদে আমি ব্যথিত। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের জানাই আমার শোক ও সমবেদনা। প্রার্থনা করি, আহতরাও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে নানাভাবে সহযোগিতা যুগিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ।

প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক নিহতের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে এক্স-গ্র্যাশিয়া হিসেবে। আহতদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে : প্রধানমন্ত্রী @narendramodiÓ

সম্পাদকীয়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এবার জুড়বে আরও লক্ষ্মীরা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এবার জুড়বে আরও লক্ষ্মীরা। সম্প্রতি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করেছেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি জানান, ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে আরও পাঁচ লক্ষ মহিলাকে লক্ষ্মীর ভান্ডারের আওতায় আনা হবে।২০২৬ সালে বিধানসভা ভোট রয়েছে এ রাজ্যে। তার আগে এই প্রকল্পে ফের টাকা বাড়তে পারে বলে চর্চা চলছে। মনে করা হচ্ছে সেই সময় ২০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হতে পারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। যদিও এখনও এই নিয়ে সরকার তরফে কোনো ঘোষণা হয়নি। তবে জল্পনা তুঙ্গে।বিধানসভায় মন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আগামী মাস থেকে নতুন করে ৫ লক্ষ ৭ হাজার ২ জন মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। পাশাপাশি চলতি বছর জুন মাস পর্যন্ত কত মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন এবং তার জন্য রাজ্য সরকারের কত খরচ বহন করতে হয়েছে, সেকথাও জানিয়েছেন মন্ত্রী।

পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানার প্রশ্নের জবাবে এদিন বিধানসভায় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বাংলার ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ জন মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পেয়েছেন। যা দিতে রাজ্য সরকারের ১৩,৫২৩.৮৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।শশী আরও জানান, ২৫ থেকে ৬০ বছরের মহিলারা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাবেন। যাদের বয়স ৬০ বছর পেরিয়ে যাবে, তাদের বার্ধক্য ভাতার আওতায় নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের চালু করা জনদরদী প্রকল্পগুলির তালিকায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার । রাজ্যের মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশে গত বিধানসভা ভোটে জয়ের পর এই প্রকল্প চালু করা হয় সরকার তরফে। চলতি বছরই এই প্রকল্পে টাকা বড়িয়েছে রাজ্য সরকার ।

গত সপ্তাহেই নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে আরও পাঁচ লক্ষ মহিলার নাম। ডিসেম্বর মাস থেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নতুন উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভাতার টাকা ঢুকে যাবে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী এবং দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য অনেক নতুন আবেদন এসেছে। তাদের সকলকে এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। নতুন উপভোক্তার সংখ্যাটা ৫ লক্ষ ৭ হাজার।প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে শুরুর সময় এই প্রকল্পের আওতায় মাসিক পাঁচশো টাকা করে ভাতা পেতেন রাজ্যের মহিলারা। তারপর ধীরে ধীরে বেড়েছে ভাতার পরিমাণ। বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা মাসে ১২০০ এবং সাধারণ সম্প্রদায় অর্থাৎ জেনারেল ক্যাটাগরির মহিলারা ১০০০ টাকা করে পান।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যিনি প্রতি শুক্রবার পরমান্ন বা মিষ্ট অন্ন দিয়ে গোসেবা করেন তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হন দেবী।

প্রতি শুক্রবার পদ্মমূল থেকে তৈরি নয়টি সলতে দিয়ে একটি মাটির প্রদীপ মা লক্ষ্মীর পট বা প্রতিমার সামনে জ্বাললে তা গৃহে প্রাচুর্যের সমাহার ঘটায়। এছাড়া টানা ৩০ দিন ধরে মা লক্ষ্মীর প্রতিমা বা পটের সামনে নিষ্ঠাভরে শ্রী সুক্ত পাঠ করলে বিশেষ প্রসন্ন হন দেবী। শ্রী সুক্ত হল ১৫টি ভার্সের একটি সম্মেলন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

আড়াই সহস্র বছর আগে আমরা সেখান থেকে গঙ্গারিডাই সভ্যতার মাতৃকাদের অধীনে এসেছি। আবার সোয়া সহস্র বছর আগেকার পালযুগ যদি হয় মা তারার, তাহলে এখন আমরা মা কালীর শাসনে বাস করি। এমন নয় যে অন্য মাতৃকারা নেই। মা দুর্গার নামেই যদিও এখন আমাদের সবথেকে বড় উৎসব, কিন্তু আজকের

বাংলায় সবথেকে জনপ্রিয় মাতৃকা কালী। বাঙালি ভূভারতে যেখানেই যায়, কালীবাড়ি স্থাপন করে। আমাদের স্বদেশী পাঁঠার মাংসের দোকানে কালীমূর্তি থাকে, পুলিশের থানায় কালীমন্দির। ডাকাত কালীপুজো করে ডাকাতি করতে যেত, আর গৃহস্থ সেই কালীপুজো করেই আত্মরক্ষায় বলীয়ান হয়েছে। আমাদের কোনও জনপদ কালী মন্দির ছাড়া নয়।

ছোটবেলায় শোনা একটা ব্রতকথায় এরকম পংক্তি ছিলঃ কলিযুগের গতি কালী...অতএব বাঙালির মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ মা কালীর, এ পর্যবেক্ষণ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। এর অনেক কারণ। প্রধান ঐতিহাসিক কারণ, কালী অনেক ভিন্ন ভিন্ন যুগের মাতৃকাকে এক করেছেন। শুনতে অবাক লাগলেও, পাণ্ডু রাজার ঢিবির পক্ষীমাতৃকা থেকে মা কালীর উত্থানের একটি একটানা ইতিহাস আছে, এই প্রসঙ্গে "মা কালীর উত্থান" শীর্ষক আমার প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য (এবছর সপ্তডিঙা ঝুলন সংখ্যায় প্রকাশিত)। কালীর সঙ্গে বলাকা মাতৃকার একটা সংযোগ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দেশের নতুন নতুন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায়

সক্রিয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুকূলেও মত প্রকাশ করলেন তিনি

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর, ২০২৪, নিউজ সারাদিন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ ওড়িশার ভুবনেশ্বরে পুলিশের ডিজি এবং আইজি-দের ৫৯তম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনের কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে হাইব্রিড ফরম্যাটে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ প্রশাসনের ডিজি এবং আইজি-দের নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই সম্মেলন। এছাড়াও, উপস্থিত থাকছেন সিএপিএফ এবং সিপিও-র প্রধানরা। ভার্চুয়াল মঞ্চে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব।

এই উপলক্ষে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর আধিকারিকদের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুলিশ পদক দিয়ে তাঁদের সম্মানিত করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। 'র‍্যাঙ্কিং অফ পুলিশ স্টেশন্স, ২০২৪' শীর্ষক একটি বইও এই উপলক্ষে প্রকাশ করেন তিনি। নির্বাচিত তিনটি শ্রেষ্ঠ থানা বা পুলিশ স্টেশনকে ট্রফির মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। শ্রী অমিত শাহ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় দায়িত্বশীল পুলিশবাহিনীকে অভিনন্দন জানান। তিনটি নতুন অপরাধ আইন সহজেই অনুমোদিত হওয়ায় আনন্দও প্রকাশ করেন তিনি। জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং উগ্রপন্থী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, তিনটি নতুন অপরাধ আইন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে বহুদিনের ধারণাকে ভেঙে দেওয়ার কাজে সফল হয়েছে। শুধু তাই নয়, অপরাধ আইন যে শুধুমাত্র অপরাধের শাস্তিমূলক কাজে ব্যবহারের পরিবর্তে অপরাধ সম্পর্কে বিচারের লক্ষ্যেই প্রয়োগ করা হচ্ছে, এই ঘটনা নিঃসন্দেহে বাস্তবসম্মত। তিনি আরও বলেন যে নতুন আইনগুলির মূল শক্তি কিন্তু নিহিত রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্য তথা পরম্পরায়।

আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনার বাস্তবায়নে নিরাপত্তা সম্পর্কিত সংস্থাগুলির ভূমিকার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে আগামী ২০২৭ সালের মধ্যেই ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ রূপে গড়ে উঠতে চলেছে। দেশের পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত সমস্যা, নগরায়ন নীতি গ্রহণ করার কারণে স্থানান্তরী হওয়ার প্রবণতার মতো সমস্যারও উদ্ভব ঘটেছে। তাই, এগুলির দিকেও অবশ্যই নজর দিতে হবে। কারণ, তা নিরাপত্তার দিক থেকে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করছে। জিরো টলারেন্স নীতির বাস্তবায়নে জিরো টলারেন্স স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান এবং জিরো টলারেন্স অ্যাকশন গ্রহণের অনুকূলেও মত প্রকাশ করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

সম্মেলনের বাকি দু'দিনে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় একটি রোডম্যাপ স্থির করবেন বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিরা। ওই দু'দিনে নতুন অপরাধ আইনের প্রয়োগ এবং পুলিশি ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য শ্রেষ্ঠ পন্থাপদ্ধতির বিষয়গুলিও পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

যুবতীকে নগ্ন করে ভিডিয়ো করে সহবাস, কাঠগড়ায় সিভিক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মহিলাকে ব্ল্যাকমেইল করে একাধিকবার সহবাসের অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ছবি তুলে তা ভাইরাল করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। কাঠগড়ায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়র। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানা এলাকায়।জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত সিভিক মহিলাকে নগ্ন করে ছবি ভিডিয়ো তোলে। এরপর ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে সহবাসের। এরপর নিগৃহীতা ডোমকল থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তবে জানা যাচ্ছে,

অভিযোগ দায়েরের পরও সে কাজ করে চলেছে। যা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। নির্যাতিতা বলেন, "গত একবছর আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে। আমায় বলেছিল বিয়ে করব। কিন্তু করেনি। নতুন করে শারীরিক সম্পর্ক করে। এরপর আমার ছবিগুলো ভাইরাল করে দিয়েছে। সেই কারণে আমি অভিযোগ করতে এসেছি।"প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল এক সিভিক ভলান্টিয়রের। সেই ঘটনার পর কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়েছিল সিভিকের ভূমিকা।তারপরও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে সিভিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে থাকে। এ দিন মুর্শিদাবাদের ডোমকল থেকেও উঠল সেই একই অভিযোগ।

হকার উচ্ছেদ ঘিরে তুলকালাম বিরাটিতে, প্রতিবাদে রেল অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রেলের হকার উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড বিরাটি স্টেশনে। আরপিএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন হকাররা। এর পর প্রতিবাদে রেল অবরোধও করেন তাঁরা। দাঁড়িয়ে পড়ে হাবড়া লোকাল। একসঙ্গে প্রতিবাদ জানায় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের সংগঠনগুলি।রেলের তরফে বার বার রাস্তা ফাঁকা করার ঘোষণা করা হলেও তা শুনতে রাজি হননি বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের দাবি, এই দোকানকে কেন্দ্র করে তাঁদের সংসার চলে। তা ভেঙে দেওয়া হলে জীবিকা হারাবেন তাঁরা। সংসার চলবে কী করে এই প্রশ্নও তোলেন তাঁরা। প্রতিবাদের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জিআরপি। শেষ খবর মেলা পর্যন্ত, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলছেন পুলিশ আধিকারিকরা। এলাকায় মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভের জেরে সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা।যাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় স্টেশন চত্বরে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্টেশনের পাশে হকার উচ্ছেদের জন্য আগেই নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক রবিবার সকালে দোকানগুলো ভাঙার কাজ শুরু হয়। তা

দেখেই প্রতিবাদ জানাতে থাকেন হকাররা। পুলিশ আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। তার পরও দোকান ভাঙার কাজ না থামায় বিরাটে স্টেশনে রেল অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে হাবড়া লোকাল।

সিনেমার খবর

'স্ত্রী টু' সাফল্যের পরেই পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিয়েছেন রাজকুমার!

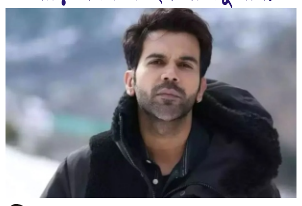

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরে মুক্তি পেয়েছে 'স্ত্রী টু'। শ্রদ্ধা কাপুর, রাজকুমার রাও, পঙ্কজ ত্রিপাঠী অভিনীত এই ছবি বক্স অফিসে বিপুল ব্যবসা করে। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে নিজের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিয়েছেন অভিনেতা রাজকুমার রাও। তিনি নাকি এখন ছবি প্রতি ৫ কোটি টাকা করে পারিশ্রমিক চাইছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অভিনেতার বক্তব্য তিনি 'বোকার মতো প্রযোজক'দের বোঝা হতে চান না। তিনি এটাও বলেন, তার প্যাশনের 'উপজাত' বিষয় হচ্ছে টাকা।

পারিশ্রমিক বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, 'আমি তো প্রতিদিন আলাদা আলাদা টাকার অঙ্ক দেখতে পাই। আমি বোকা নই যে আমার প্রযোজকদের বোঝা বাড়াব। সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার সিনেমার অংশ হওয়ার জন্য আমি অভিনেতা হিসেবে বদলে যাইনি, টাকা কেবল আমার প্যাশনের সঙ্গে আসে।'

এরপর বলেন, 'আমি সারা জীবন কাজ করতে চাই যাতে আমি এমন চরিত্রের খোঁজে থাকতে পারি যা আমাকে সারপ্রাইজ করবে, উত্তেজিত করবে, চ্যালেঞ্জ করবে এবং আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।'

সম্প্রতি অভিনেতা জানান, বাকি অভিনেতাদের মতো ৫-৬ কোটি টাকার গাড়ি কেনার ক্ষমতা তার নেই। রাজকুমার বলেন, 'ভাই, সত্যি কথা বলতে লোকের যতটা মনে হয় আমার অত টাকা নেই। আমার ১০০ কোটি টাকা নেই।'

আমি খুবই দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছি: শাহরুখ খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'বলিউড বাদশা' তকমা নিয়ে ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন শাহরুখ খান। তার খ্যাতি ছড়িয়েছে বিশ্বব্যাপী। ৬০ বছর বয়সি এই তারকার সংগ্রামের গল্পও অনেকেরই জানা। কিন্তু অতীত ভুলেননি শাহরুখ। তাই গর্ব করেই বললেন "আমি খুবই দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি।"

সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হয় 'গ্লোবাল ফ্রেইট সামিট'। এতে যোগ দিয়ে নিজের ক্যারিয়ার, জীবন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেন শাহরুখ খান।

'বাজিগর' তারকা শাহরুখ খান বলেন, "আমি ভারতের খুবই দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি। সুতরাং আমার ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। আমি পেয়েছি এটা ভুল না। আমি যা পেয়েছি, সেটাকে আমি সম্মান করি। আমি হৃদয় থেকে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি উপলব্ধি করেছি, কেবল আমার কারণে আমি সফল হইনি; আমি যেভাবে জীবন পরিচালনা করেছি, সেখানে অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণ রয়েছে। সেটা সিনেমা এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনেও।"

শাহরুখ তার জীবনের সাফল্যকে নিজের বলতে নারাজ। তার ভাষায়"সম্ভবত মানুষ আমাকে অত্যন্ত 'নম্র' বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমার সাফল্যের পেছনে রয়েছে অসংখ্য মানুষের সহযোগিতা। সেটা ব্যক্তিগত ও পেশাগত দুই জায়গাতেই। যদি আমার সাফল্যকে নিজের বলি, তবে এটি মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই না।" খানিকটা ব্যাখ্যা করে শাহরুখ খান বলেন, "আমি যা কিছু পেয়েছি। যেমন: খ্যাতি, ধনসম্পদ। কিন্তু এসব আমার নয়। আমি অত্যন্ত নম্র নই; আমি সৎ, এসব আমার নয়। আমি যে বাড়ির রেলিংয়ে দাঁড়াই, এটা কেবল আমার জন্য নয়, যা কিছু হয়েছে, তার সবই আমার জন্যই এটা ভাবা কেবলই মূর্খতা। কারণ একমুখী রাস্তা হতে পারে না।"

শাহরুখ যেমন অন্যদের সাহায্য পেয়েছেন, তেমনি অন্যদেরও সহযোগিতা করতে চান তিনি। এ বিষয়ে 'পাঠান' তারকা বলেন, "যখন আমি দিল্লিতে আসি তখন আমার পকেটে কোনো টাকা ছিল না। আমি চাই সবাই সুযোগ পাক, যেমনটা আমি পেয়েছিলাম। আমি সহযোগিতার অংশীদার হতে চাই। অসংখ্য মানুষ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আমিও এ ধরনের সুযোগ দিতে চাই, যেমনটা আমি পেয়েছি। আমার সহযোগিতা কারো জীবন বদলে যেতে পারে।"

১৯৬৫ সালে ২ নভেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শাহরুখ খান। তার শৈশবের প্রথম পাঁচ বছর কেটেছে ম্যাঙ্গালুরুতে। শাহরুখের দাদা ইফতিখার আহমেদ স্থানীয় পোর্টের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। যার কারণে সেখানে বসবাস করেন তারা। শাহরুখের বাবার নাম তাজ মোহাম্মদ খান, মা লতিফ ফাতিমা।

দিল্লির হংসরাজ কলেজ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন শাহরুখ খান। তারপর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে গণযোগাযোগ বিষয়ে মাস্টার্সে ভর্তি হন। কিন্তু অভিনয় জীবন শুরু করার কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দেন তিনি। তবে বলিউডে ক্যারিয়ার শুরুর দিকে দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা-তে ভর্তি হন এই শিল্পী।

১৯৯২ সালে 'দিওয়ানা' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন শাহরুখ খান। রোমান্টিক ঘরানার এ সিনেমায় অভিনয় করে নজর কাড়েন তিনি। সিনেমাটিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে সেরা নবাগত অভিনেতা হিসেবে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন শাহরুখ।

একই বছর 'চমৎকার', 'দিল আসনা হে' ও 'রাজু বান গেয়া জেন্টলম্যান' সিনেমায় অভিনয় করেন শাহরুখ। তার পরের বছর 'ডর' ও 'বাজিগর' সিনেমায় অভিনয় করে নিজের জাত চেনান শাহরুখ। তার অভিনয়ের জাদুতে মুগ্ধ হন কোটি ভক্ত; পৌঁছে যান সাফল্যের চূড়ায়। তার অভিনয়ের খ্যাতি আরো বাড়তে থাকে যশরাজ ফিল্মসের সিনেমায় ধারাবাহিকভাবে অভিনয় করে। একের পর এক হিট সিনেমা দিয়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করেন শাহরুখ। যদিও তার এই সফলতার জার্নির গল্প মোটেও সহজ ছিল। আর সে গল্প সবারই জানা।

অভিনয় ক্যারিয়ারে অসংখ্য সম্মাননা পেয়েছেন শাহরুখ খান। তার মধ্যে মোট পনেরোবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি। এর মধ্যে আটবার সেরা অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। হিন্দি সিনেমায় বিশেষ অবদানের জন্য ২০০২ সালে তাকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করে ভারত সরকার। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ করেন মোট পাঁচবার।

'পুষ্পা ২'-এ অভিনয় করে টাকার পাহাড়ে অভিনেতারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছবি মুক্তির তারিখ বার বার পিছিয়েছে। তবে ছবি নির্মাণের সময় যত খরচ হয়েছে, মুক্তির আগেই তার চেয়ে বেশি উপার্জন করে ফেলেছে 'পুষ্পা ২'। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে অল্লু অর্জুন অভিনীত 'পুষ্পা ২'। তেলুগু ভাষার পাশাপাশি তামিল, কন্নড়, মালয়ালম, হিন্দি, এমনকি বাংলা ভাষাতেও মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি। বক্স অফিস সূত্রে খবর, এই ছবির নির্মাণে খরচ হয়েছে ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা।

একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন ভাষায় 'পুষ্পা ২' প্রদর্শনের স্বত্ব ৬৬০ কোটি টাকায় বিক্রি করেছেন নির্মাতারা। এর মধ্যে তেলুগু ভাষার স্বত্ব বিক্রি করা হয়েছে ২২০ কোটি টাকায়। ছবির হিন্দি সংস্করণের স্বত্ব বিক্রি করা হয়েছে ২০০ কোটি টাকায়। অন্য দিকে, তামিল ভাষার জন্য নির্মাতারা নিয়েছেন ৫০ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক পরিবেশনার স্বত্ব বিক্রি করা হয়েছে ১৪০ কোটি টাকায়।

শোনা যাচ্ছে, এই ছবির ওটিটি, স্যাটেলাইট এবং সঙ্গীতের স্বত্ব বিক্রি হয়েছে মোট ৪২৫ কোটি টাকায়। একটি ওটিটি মাধ্যম ছবিটি ২৭৫ কোটি টাকায় কিনেছে। ছবির সঙ্গীত এবং স্যাটেলাইট স্বত্ব বিক্রি করা হয়েছে যথাক্রমে ৬৫ কোটি এবং ৮৫ কোটি টাকায়। ছবিমুক্তির আগেই প্রযোজনা সংস্থার ঘরে ঢুকে পড়েছে খরচের প্রায় দ্বিগুণ টাকা।

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছিল 'পুষ্পা ১'। বলিপাড়া সূত্রে খবর, এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য ৫০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন অল্লু অর্জুন।

'পুষ্পা ১'-এর সাফল্যের পাশাপাশি লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে অল্লুর পারিশ্রমিকের পরিমাণও। কানাঘুষো শোনা যায়, প্রথম পর্বের চেয়ে এ বার ছ'গুণ বেশি পারিশ্রমিক আদায় করেছেন অভিনেতা।

ফিল্মপাড়া সূত্রে খবর, 'পুষ্পা ২' ছবিতে অভিনয় করে ৩০০ কোটি টাকা আয় করেছেন অল্লু। 'পুষ্পা ১' ছবিতে অল্লুর প্রেমিকার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় রশ্মিকা মন্দনাকে। ওই ছবিতে অভিনয় করে ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা আয় করেছিলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী।

'পুষ্পা ২' ছবিতেও অল্লুর বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে রশ্মিকাকে। কিন্তু নায়কের সঙ্গে পারিশ্রমিকের বিস্তর ফারাক নায়িকার। ফিল্মপাড়ার গুঞ্জন, রশ্মিকার চেয়ে ৩০ গুণ বেশি আয় করেছেন অল্লু।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, 'পুষ্পা ২' ছবিতে অভিনয় করে ১০ কোটি টাকা উপার্জন করেছেন রশ্মিকা। 'পুষ্পা ১'-এ কম সময় পেলেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা ফাহাদ ফাসিলকে। 'পুষ্পা ২'-এ তাঁর চরিত্র আরও পরিণত হয়েছে। পারিশ্রমিকও আগের চেয়ে বেশি পাচ্ছেন তিনি।

'পুষ্পা ১' ছবিতে অভিনয় করে সাড়ে তিন কোটি টাকা উপার্জন করেছিলেন ফাহাদ। 'পুষ্পা ২' ছবিতে অভিনয় করে আট কোটি টাকা আয় করেছেন ফাহাদ।

'পুষ্পা ১' ছবিতে আইটেম গানের দৃশ্যে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল দক্ষিণী অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুকে। কানাঘুষো শোনা যায়, গানের দৃশ্যে অভিনয় করতে দেড় কোটি টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন তিনি। একাংশের দাবি, 'পুষ্পা ২' ছবিতে দেখা পাওয়া যাবে না সামান্থার। তবে ছবি থেকে বাদ পড়ছে না 'আইটেম সং'। অল্লুর সঙ্গে সেই গানের দৃশ্যে দেখা যাবে অন্য এক অভিনেত্রীকে।

'পুষ্পা ২' ছবির 'আইটেম সং'-এর দৃশ্যে অভিনয় করতে দেখা যাবে দক্ষিণী অভিনেত্রী শ্রীলীলাকে। অধিকাংশের দাবি, নাচের দৃশ্যে অভিনয় করে দু'কোটি টাকা আয় করেছেন শ্রীলীলা।

অভিষেক ছাড়তে চেয়েছিলেন অভিনয়, ফেরালেন কে?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারে যেমন সাফল্যের স্বাদ পেয়েছেন, তেমনই ব্যর্থতারও সাক্ষী থেকেছেন অভিষেক বচ্চন। এক সময় পর পর ছবি ফ্লপ করেছে অভিষেকের। কঠিন সময়ে, অভিনেতা নাকি অভিনয় ছাড়ারও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তারপর নিজের সিদ্ধান্ত বদল করেছিলেন অভিষেক।

সম্প্রতি, 'আই ওয়ান্ট টু টক' ছবিতে অভিষেকের অভিনয় দর্শকের প্রশংসা পেয়েছে। অভিষেক বলেন, 'ক্যারিয়ারে তখন পর পর অনেকগুলো ছবি ব্যর্থ হয়েছে। সমালোচকরা আমাকে বিদ্ধ করছিলেন। ইন্ডাস্ট্রির তাবড় তাবড় ছবিতে কাজ করতে শুরু করি। ভেবেছিলাম অবস্থা বদলাবে। কিন্তু কিছুই হচ্ছিল না।' তার পর আর উপায় না দেখে বাবা অমিতাভ বচ্চনের শরণাপন্ন হন অভিষেক। বাবাকে জানান যে, তিনি অভিনয় ছেড়ে দিতে চান।

অভিষেক জানিয়েছেন, সেই কঠিন সময়ে বিগ-বি পুত্রের হাত ধরেন। তাকে মনের জোর বাড়াতে সাহায্য করেন। অভিষেকের কথায়, 'বাবা বলেন, 'সময়ের সঙ্গে তুমি উন্নতি করছ। তোমার মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা লুকিয়ে রয়েছে। নিজেকে আরও ভাল করে তোলার একটাই রাস্তা, অভিনয় করতে থাকা'।' অমিতাভ একই সঙ্গে ছেলেকে পর পর যে ছবিই আসুক না কেন, সেখানে অভিনয় চালিয়ে যেতে বলেন।

অভিষেক জানান, বাবার পরামর্শ মতো তার পর থেকে চরিত্র নিয়ে কোনও বাছ-বিচার না করেই একের পর এক অভিনয় করতে থাকেন। তারপর এক সময়ে আবার বক্স অফিসে তাঁর ছবি সফল হওয়ার পর পরিচালকেরা ফের অভিষেকের উপর ভরসা ফিরে পান বলেই জানিয়েছেন তিনি। ২০০০ সালে 'রিফিউজি' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন অভিষেক। এই ছবিতে তার বিপরীতে বলিউডে অভিষেক হয় কারিনা কাপুর খানের। তবে ২০০২ সালে 'ধুম' ছবিতে প্রথম বক্স অফিসে সাফল্যের মুখ দেখেন অভিষেক।

আইপিএল নিলাম থেকে 'ন্যাশনাল ক্রাশ' জুহি চাওলার মেয়ে!

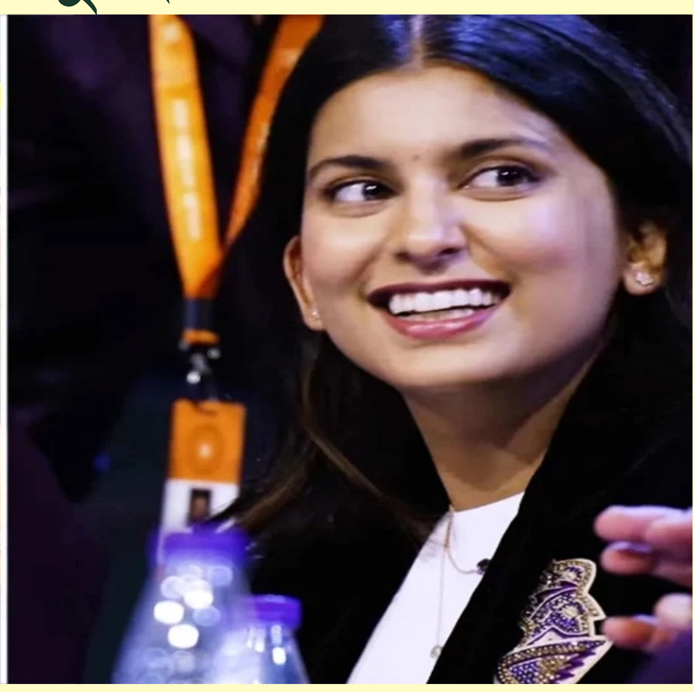

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতে সদ্য সমাপ্ত হলো আইপিএল-এর নিলাম আসর। আর সেখানে অংশ নিয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী জুহি চাওলার মেয়ে জাহ্নবী মেহতা। আর সেখান থেকেই নজরে আসেন এই স্টারকিড। শুধু কি তাই, রাতারাতি 'ন্যাশনাল ক্রাশ' হয়ে উঠেছেন জুহি কন্যা!

সোমবার থেকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে জাহ্নবীর ছবি। যা দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা। এই স্টারকিডের ছবি শেয়ার করে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন নেটিজেনরা।

১৯৯৫ সালে ব্যবসায়ী জয় মেহতাকে বিয়ে করেছিলেন জুহি। জাহ্নবীর জন্ম হয় ২০০১ সালে। অর্থাৎ এখন তার বয়স মাত্র ২৩ বছর। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় বেশ ভালো জাহ্নবী। ধীরুভাই আম্বানি স্কুলে পড়েছেন তিনি। সেখানকার সেরা ১০ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন তিনি। এরপর জাহ্নবী চলে যান ইংল্যান্ডে। পরে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করেন জুহি কন্যা।

নিজের সাক্ষাৎকারে যখনই মেয়েকে নিয়ে কথা বলেছেন, তাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন জুহি চাওলা। জানিয়েছেন, তার মেয়ে পড়াশোনায় খুবই ভালো। প্রত্যেক পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েছে। তবে মায়ের মতো অভিনয়ের জগতে আসতে চান না জাহ্নবী। তিনি নাকি লেখিকা হতে চান। ক্রিকেটের বড় ভক্ত জাহ্নবী। মাত্র ১৭ বছর বয়স থেকেই তিনি আইপিএল নিলামে অংশ নিচ্ছেন এবং জুহি কন্যাই নাকি নিলামে দর হাঁকা কনিষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব।

জাহ্নবীর বাবা জয় মেহতা যে সংস্থার চেয়ারম্যান, তার মূল্য ৪,১৭১ কোটি রুপি। শোনা যায়, জয় মেহতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অর্থের পরিমাণ প্রায় আড়াই হাজার কোটি রুপি। এরই অন্যতম উত্তরসূরি জাহ্নবী। শাহরুখ খানের পাশাপাশি কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিকানায় অংশীদার জুহি ও তার স্বামী জয় মেহতা। সেই সূত্রেই নিলামে অংশ নেন জাহ্নবী। এর আগে আরিয়ান-সুহানার পাশে দেখা গেছে তাকে। তবে এবারে একাই সমস্ত কিছু সামলাচেছন। তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ নেটমাধ্যম। তাই তো দিয়েছেন 'ন্যাশনাল ক্রাশ'-এর খেতাব।

আইপিএলে দল পেলেন না যেসব তারকারা

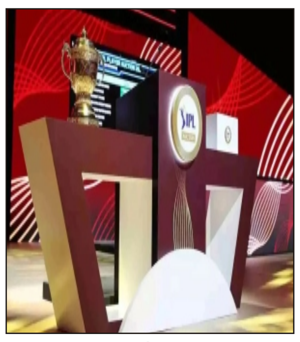

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএল নিলাম যেমন টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটারকে প্রত্যক্ষ করেছে, তেমনই অবিক্রিত রয়ে গেছেন বিশ্বের কিছু বড় ক্রিকেটার। এবারের নিলামে দল না পাওয়াদের মাঝে সবচেয়ে বড় নাম অস্ট্রেলিয়ান তারকা ব্যাটার ডেভিড ওয়ার্নার। দুইদিন ব্যাপী মেগা নিলামের প্রথম দিন নাম উঠলেও তাকে নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২ কোটি ভিত্তি মূল্যের এই ক্রিকেটারের নাম ওঠে নিলামের দ্বিতীয় দিনেও। এবারও তার জন্য আগ্রহ দেখায়নি ১০ দলের কেউ।

আইপিএলে এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৫৬৫ রান করেছেন এই ক্রিকেটার। অধিনায়ক হিসেবে শিরোপাও পেয়েছেন। তার দল না পাওয়া বেশ বড় এক খবর।

আইপিএলের আরেক নিয়মিত মুখ নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসনও এবার দল পাননি নিলামে। বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে দল না পাওয়া উল্লেখযোগ্য নামগুলোর মধ্যে আরও আছেন জনি বেয়ারস্টো, ড্যারিল মিচেল, মুজিব উর রাহমান, স্টিভেন স্মিথ, নাভিন উল হাক, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস।

বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটারও দল পাননি এবারের নিলামে। ভারতীয়দের মধ্যে দল পাননি পৃথ্বী শ, শার্দুল ঠাকুর, সরফরাজ খানের মতো ক্রিকেটাররা। সরফরাজ না পেলেও তার ছোট ভাই মুশির খানকে নিয়েছে পাঞ্জাব কিংস। কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের ছেলে অর্জন টেন্ডুলকার প্রথম দফায় অবিক্রিত থাকলেও পরে তাকে ভিত্তি মূল্য ৩০ লাখ রুপিতে দলে নেয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।

নিলামে দল না পাওয়ার তালিকায় আরও আছেন- স্টিভ স্মিথ, গাস অ্যাটকিনসন, টম কারান, ম্যাট হেনরি, আলজারি জোসেফ, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, শন অ্যাবট, অ্যাডাম মিলনে, জেসন হোল্ডার, ক্রিস জর্ডন, টাইমাল মিলসের মতো ক্রিকেটাররা।

১০ বছর ধরে অপরাজিত ফিলিপ হিউজ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অপরাজিত ৬৩ রানের ইনিংস। তারপর একটা বাউন্সার, যেটি ছিল ফিলিপ হিউজের মোকাবেলা করা শেষ বল। নাহ, হিউজ এর পর আর আউট হননি। আজ ১০ বছর হলো ওপারে পারি জমিয়েছেন এই ক্রিকেট রত্ন। 'তাকেই কেন চলে যেতে হলো?' প্রশ্নটির উত্তর বোধ হয় আজও খুঁজে বেড়ান তাঁর প্রিয় বন্ধু মাইক হাসি। আনন্দ-বেদনার ক্রিকেট যে একটি প্রাণও কেড়ে নিতে পারে, তা বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি হয়েছিল সেদিন।

অস্ট্রেলিয়ার সীমিত ওভার কিংবা বিগ ব্যাশ সবখানেই এখন প্রায় নিয়মিত সদস্য শন অ্যাবট। সেই দুঃস্বপ্নকে পেছনে ফেলে ক্রিকেটে মনোনিবেশ করাটা সহজ ছিল না ডানহাতি এই পেসারের। তিনিই বা কী করে জানতেন, তার ঘণ্টাপ্রতি ৯০ মাইল গতির বাউন্সারটি সোজা গিয়ে হিউজের ঘাড়ে আঘাত হানবে।

মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়া হিউজের পরের লড়াইটি ছিল হাসপাতালে। দুদিন পর ঠিক এই ২৭ নভেম্বরেই মৃত্যুর কাছে হার মানতে হয় তাকে। তাও জন্মদিনের (৩০ নভেম্বর) তিন দিন আগে। অথচ শেফিল্ড শিল্ডে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি খেলে জাতীয় দলে ফেরার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ওপেন করতে নেমে বেশ ছন্দেই ছিলেন বাঁহাতি এই ব্যাটার। তুলে নেন ফিফটিও, কিন্তু ইনিংসের ৪৯তম ওভারের তৃতীয় বলেই থেমে যায় ম্যাচ। থেমে যান ২৫ বছরের হিউজ। আজীবনের জন্য অসম্পূর্ণ থেকে গেল অপরাজিত ৬৩ রানের ইনিংসটি।

নিউসাউথ ওয়েলসের ম্যাকসভিল শহরে জন্ম নেওয়া হিউজ ক্রিকেটের পাশাপাশি প্রতিভাবান ছিলেন রাগবিতেও। তবে ২২ গজের মঞ্চ কাঁপানোর জন্য নিজেকে গড়তে থাকেন তিনি। ক্লাব তো বটেই বাড়িতেও রোজ বোলিং মেশিনের সাহায্যে প্রায় ১৫০ ডেলিভারি মোকাবিলা করতেন। অবশেষে ২০০৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে জাতীয় দলের দরজা খোলে তার জন্য।

শুরুটা অবশ্য ভুলেই যেতে চাইবেন। কেননা সাজঘরে ফিরতে হয় রানের খাতা খোলার আগেই। তবে জোহানেসবার্গে দ্বিতীয় ইনিংসেই নিজের জাত চেনান হিউজ। খেলেন ৭৫ রানের দারুণ এক ইনিংস

পরে ডারবান টেস্টে তো ইতিহাসই গড়ে ফেললেন। ডেল স্টেইন, মাখায়া এনটিনি, মরনে মরকেল ও জ্যাক ক্যালিসদের নিয়ে গড়া শক্তিশালী বোলিং লাইনআপের বিরুদ্ধে সর্বকনিষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে ম্যাচের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন তিনি। প্রথম সেঞ্চুরিটি অবশ্য স্পর্শ করেন টানা দুই ছক্কা মেরে। চার বছর পর প্রথম অজি ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডে অভিষেকে সেঞ্চুরি করেন হিউজ। পরের বছর লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরিও হাঁকান এই বাঁহাতি। সেটাও অজি ব্যাটারদের মধ্যে প্রথম। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় দলে কখনো নিয়মিত হতে পারেননি হিউজ। মৃত্যুর কারণে ২৬ টেস্টে ১৫৩৫ ও ২৫ ওয়ানডেতে ৮২৬ রানে থামে তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার। সেই মৃত্যু ১০ বছর পরও ভারাক্রান্ত করে তোলে অনেককেই।

চলমান বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টে হিউজকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নানান আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেইডে গোলাপি বলের ম্যাচটি শুরু হবে ৬ ডিসেম্বর থেকে।

কলকাতার নতুন অধিনায়ক কে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলে গত কয়েক বছর কলকাতার অধিনায়কত্ব সামলানোর দায়িত্বটা পড়েছিল শ্রেয়াস আইয়ার ও নীতিশ রানার কাঁধে। বেশ সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন তারা। কিন্তু বিপত্তি বাধে এবারের নিলামে এই দুইজনের কাউকে দলে না ভেড়ানোয়। অবশ্য নতুন অধিনায়ক হিসেবে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের নাম শোনা যাচ্ছে। যাকে রেকর্ড ২৩ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে দলে ভিড়িয়েছে দলটি।

আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোনো বিকল্প না থাকায় ভেঙ্কটেশই হতে যাচ্ছেন নতুন অধিনায়ক, এমনটাই দাবি কিছু ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের। দলটির মালিক ভেঙ্কি মাইশোর জানিয়েছেন এখনও অধিনায়কের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি তারা। নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনার পরই ঠিক করা হবে নতুন অধিনায়ক।

এই বিষয়ে ভেঙ্কি বলেন, 'আমাদের আলোচনায় বসে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে হবে। কখনও কখনও এমন হয়, সবকিছু করার পর পেছন ফিরে গোটা ব্যাপারটায় তাকাতে হয়। অংশীদারেরা ও নীতিনির্ধারকদের একটি অংশ জেদ্দায় থাকবে না। তাই আমরা সবাই মিলে বসে ভালোভাবে আলোচনা করব। আমি নিশ্চিত, ভালো একটি সিদ্ধান্তই নেওয়া হবে।'

ভারতীয় আরেকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, অভিজ্ঞ কাউকেই দেওয়া হবে অধিনায়কের দায়িত্ব। যেখানে জোরোশোরে শোনা যাচ্ছে অজিঙ্কা রাহানের নাম। ১ কোটি ৫০ লাখ ভিত্তিমূল্যে এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে দলে নিয়েছে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। ২০২২ মৌসুমেও রাহানে কলকাতার হয়ে খেলেছিলেন। তাই, সাবেক ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে রাহানের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেটাই তাকে অন্যদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রাখবে বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল।

অপ্রতিরোধ্য রোনালদো, করছেন একের পর এক গোল

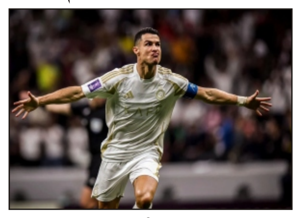

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অপ্রতিরোধ্য ফুটবল মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করেই চলেছেন। কদিন আগেই ১ হাজার গোল নিয়ে বেশি না ভাবার কথা বলেছিলেন রোনালদো। বলেছিলেন, দূরবর্তী ভবিষ্যতের চেয়ে নিকট বর্তমানকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। কিন্তু তিনি যেভাবে ছুটছেন, তাতে তাঁকে হাজার গোলের কাছে পৌঁছাতে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে থাকা রোনালদো এ নিয়ে টানা তিন ম্যাচে গোল পেলেন, করলেন ৫ গোল। আন্তর্জাতিক বিরতিতে নেশনস লিগে জাতীয় দলের জার্সিতে পোল্যান্ডের বিপক্ষে করেছিলেন জোড়া গোল।

আর ক্লাবের জার্সিতে আগের ম্যাচে আল কাদিসিয়ার বিপক্ষেও পেয়েছিলেন গোল। এরপর সবশেষ গতকাল রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে আল গারাফার বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন রোনালদো।

আর এ ম্যাচে আল নাসের কাতারি ক্লাবটির বিপক্ষে জয় পায় ৩-১ গোলে। এই জয়ে গ্রুপ 'বি'তে আল হিলালকে টপকে দুইয়ে উঠে এসেছে আল নাসর। ৫ ম্যাচে আল নাসেরের পয়েন্ট ১২। এক ম্যাচ কম খেলা আল হিলালের পয়েন্ট ১৩। তবে আজ রাতে আল সাদকে হারালে আবারও আল নাসরকে টপকে যাবে আল হিলাল। আর শীর্ষে থাকা আল আহলির পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ১৫।

গতকাল রাতে ম্যাচের ৪৬ ও ৬৪ মিনিটে গোল দুটি করেন রোনালদো। দুটি গোলই রোনালদো করেন বক্সের ভেতর থেকে। প্রথম গোলটি করেন বক্সের ভেতর দারুণ এক হেডে, পরেরটি নিখুঁত শটে। এ দুই গোলের মধ্য দিয়ে সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে ৯১৩তম গোলে পৌঁছে গেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। আর চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে এটি ১৭ ম্যাচে রোনালদোর ১৩তম গোল, সঙ্গে আছে ৩টি অ্যাসিস্টও। আর চলতি বছরে এটি রোনালদোর ৪০তম গোল। এ দুই গোলে আরও একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন রোনালদো। ৩০ পেরোনোর পর গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে রোনালদোর অবদান এখন ৫৫০ গোলে।

ব্যাট দিয়ে তৈরি ক্রো-থর্প ট্রফির জন্য লড়বে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ট্রফিটি দেখলেই মনে হবে দুটি ব্যাট একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে নান্দনিকভাবে। আদতেও করা হয়েছে সেটিই। সাধারণ কোনো ক্রিকেট ব্যাট নয় এই দুটি, মার্টিন ক্রো ও গ্রাহাম থর্পের স্মৃতি জড়িয়ে থাকা স্মারক। যে লড়াইয়ের নতুন নামকরণ হলো তাদের দুজনের নামে, সেখানে এমন বিশেষ ট্রফিই তো মানানসই।

দুই দেশের দুই সাবেক ক্রিকেটারকে সম্মান জানিয়ে নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজের নাম এখন থেকে হবে 'ক্রো-থর্প ট্রফি।' এবারের তিন ম্যাচের সিরিজ দিয়ে নতুন নামে যাত্রা শুরু হবে এই লড়াইয়ের। ক্রাইস্টচার্চে বৃহস্পতিবার টেস্ট শুরুর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রফি উন্মোচন করা হবে। সাবেক এই দুই ক্রিকেটারের পরিবার আর দুই দেশের বোর্ডের উদ্যোগে এই নামকরণ ও বিশেষ ট্রফি তৈরি করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুইজনেরই ক্যারিয়ার বেশ সমৃদ্ধ। মার্টিন ক্রো তো নিউজিল্যান্ডের কিংবদন্তি। কেন উইলিয়ামসের উত্থানের আগ পর্যন্ত দেশটির ইতিহাসের সেরা ব্যাটসম্যান মনে করা হতো তাকেই। ৭৭ টেস্টে ১৭ সেঞ্চুরিতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার রান করেছেন তিনি ৪৫.৩৬ গড়ে। ১৪৩ ওয়ানডে খেলে ৩৮.৫৫ গড়ে ৪ হাজার ৭০৪ রান করেছেন ৪ সেঞ্চুরিতে।

১৯৯২ বিশ্বকাপে অসাধারণ পারফরম্যান্সে ম্যান অব দা টুর্নামেন্ট হয়েছিলেন তিনি। অধিনায়ক হিসেবেও তিনি ছিলেন দুর্দান্ত। ১৬ টেস্ট ও ৪৪ ওয়ানডেতে নিউ জিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। থর্প ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন ১০০ টেস্ট। ১৬ সেঞ্চুরিতে ৬ হাজার ৭৪৪ রান করেছেন ৪৪.৬৬ গড়ে। ৮২ ওয়ানডে খেলে রান করেছেন ২ হাজার ৩৪৪। ক্যারিয়ারজুড়ে ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডারের বড় ভরসা ছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের স্মরণীয় কিছু জয়ে দারুণ পারফরম্যান্স ছিল তার। দুই দেশের মুখোমুখি লড়াইয়েও দুজনের পারফরম্যান্স ছিল উজ্জ্বল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২২ টেস্টে ৫ সেঞ্চুরিতে প্রায় দেড় হাজার রান করেছেন ক্রো। নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৩ টেস্টে ৪ সেঞ্চুরিতে থর্পের রান ৫৩.২৩ গড়ে ৯০৫। ক্যারিয়ারের একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরিটি করেছেন তিনি কিউইদের বিপক্ষেই।

দুইজনেরই অকাল প্রয়াণ দুই দেশের ক্রিকেট মহলসহ গোটা ক্রিকেটবিশ্বে শোক বয়ে এনেছিল। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০১৬ সালে ক্রো মারা যান ৫৩ বছর বয়সে। থর্প অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে গত অগাস্টে পরপারে পাড়ি জমান ৫৫ বছর বয়সে।

খেলা ছাড়ার পর কোচ ও মেন্টর হিসেবেও দুই দেশের ক্রিকেটে অনেক প্রভাব ছিল দুজনের। তাদের হাত ধরে গড়ে উঠেছেন অনেক তরুণ ব্যাটসম্যান। ইংল্যান্ডের টেস্ট ইতিহাসের সফলতম ব্যাটসম্যান জো রুট যেমন থর্পের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন বয়সভিত্তিক ক্রিকেট থেকে শুরু করে জাতীয় দল পর্যন্ত।

ক্রো-থর্প ট্রফি তৈরি জন্য ব্যাট দুটি উপহার দিয়েছে দুজনের পরিবার। ক্রো এই ব্যাট দিয়ে ১৯৯৪ সালের লর্ডস টেস্টে ১৪২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। থর্প এই ব্যাট দিয়ে ১৯৯৭ সালে নিউ জিল্যান্ড সফরে টানা দুই টেস্টে করেছিলেন সেঞ্চুরি। ব্যাট দুটি দিয়ে বানানো ট্রফির পেছন দিকে সংখ্যাগুলি খোদাই করা আছে। ট্রফির বেদীতে লেখা আছে 'ক্রো-থর্প ট্রফি।'

মার্টিন ক্রোর পরিবারের পক্ষ থেকে তার বোন ডেব ক্রো উপস্থিত থাকবেন ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে। থর্পের পকষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন সিরিজ ধারাভাষ্য দিতে যাওয়া সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইক আথারটন, যার নেতৃত্বে ৪৮ টেস্ট খেলেছেন থর্প।

ইয়ামালের অনুপস্থিতির প্রভাব বার্সেলোনার ফর্মে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লামিনে ইয়ামালকে ছাড়া যেন বিবর্ণ বার্সেলোনা। স্প্যানিশ ফরোয়ার্ডের অনুপস্থিতির প্রভাব প্রকটভাবে ফুটে উঠছে তাদের পারফরম্যান্সে। পরপর দুই ম্যাচ জিততে পারেনি দলটি। হান্সি ফ্লিকের জন্য যা এখন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাতালান ক্লাবটির কোচ আশায় আছেন, দ্রুতই ফিরে দলকে কক্ষপথে ফেরাবেন ইয়ামাল।

নভেম্বরের শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেড স্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে ম্যাচে ডান অ্যাঙ্কেলে চোট পান ইয়ামাল। সেই থেকে মাঠের বাইরে আছেন তিনি। তাকে ছাড়া যে দুটি ম্যাচ খেলেছে বার্সেলোনা, একটিও জিততে পারেনি।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা সাত ম্যাচ জয়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির আগে লিগে রিয়াল সোসিয়েদাদের মাঠে ১-০ গোলে হারে বার্সেলোনা। সেই ম্যাচে আক্রমণভাগে ইয়ামালের অভাব ভালোই অনুভব করেছিল দল।

ওই হারের পর দলকে ইয়ামাল ছাড়া জেতা শেখার তাগিদ দিয়েছিলেন ফ্লিক। কিন্তু পরের ম্যাচেও কোচের চাওয়া পূরণ করতে পারেননি রাফিনিয়া, রবের্ত লেভানদোভস্কিরা। গত শনিবার সেলা ভিগোর বিপক্ষেও জিততে পারেনি তারা; ম্যাচটি ২-২ সমতায় শেষ হয়।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার ব্রেস্তের বিপক্ষেও ইয়ামালকে পাবে না বার্সেলোনা। আগের দিনের সংবাদ সম্মেলনে ফ্লিক বলেন, 'আমরা সবাই জানি, সে (ইয়ামাল) কতটা প্রতিভাবান এবং মাঠে তার পারফরম্যান্স ম্যাচে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। লামিনের মানের একজন কেবল আরও বেশি পজেশন রাখায় সাহায্য করে না, প্রতিপক্ষের সীমানায় আরও ফাঁকা জায়গাও তৈরি হয়। আশা করছি শনিবার তাকে পাওয়া যাবে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR